বাঙ্গালীর প্রতিটি অর্জন কিন্তু রক্তের বিনিময়ে হয়েছে

চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার জামজামি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের আমন্ত্রণে চা চক্রে মিলিত হয়েছেন।

শনিবার সকাল ১০ টার দিকে জামজামি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এ চা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও ইউনিয়নে নেতাকর্মীদের সাথে আলাপচারী করেন।

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ছেলুন জোয়াদ্দার জণগণের উদ্দেশ্যে বলেন,ফেব্রুয়ারী মাস ভাষার মাস। এই যে আমরা বাংলায় কথা বলছি, মায়ের ভাষা এইটা কিন্তু এমনি এমনি আসেনি। এর জন্য রক্ত দিতে হয়েছে ।

বাঙ্গালীর প্রতিটি অর্জন কিন্তু রক্তের বিনিময়ে হয়েছে। আপনারা যারা প্রবীন আছেন অনেকেই জানেন। অনেকেই জানেন না। সামনে ২১ ফেব্রুয়ারী। আমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করি।

এর মধ্যেও কিছু ব্যাপার আছে। আমাদের দেশে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী আছে, তারা বলবে এটা পালন করা যাবেনা। যারা শহীদ হয়েছে আমরা তাদের শ্রদ্ধা জানাই। আমরা তো অন্যকিছু করিনা।

তিনি বলেন,আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পালন করছি। ১৯৭১ সাল থেকে ২২ সাল পর্যন্ত এই ৫০ বছর পূর্তি উৎসব পালন করছি । আপনারা বলেন, এখানে যদি বিএনপি- জামায়াতের কেউ থেকে থাকেন আপনিও বুকে হাত দিয়ে বলেন,এই ৫০ বছরে আওয়ামী লীগ যে কয় বছর ক্ষমতায় এসেছে, শেখ হাসিনা যে উন্নয়ন করেছে, এই ৫০ বছরে আর কোন সরকার করেছে? কেউ করেনি। অনেকেই এমপি হয়েছে তারা এই অঞ্চলের জন্য কিছুই করেনি।

শেখ হাসিনা দেশের জন্য কি করেনি, বিধবা ভাতা বয়স্ক ভাতা,মা- বোনদের মাতৃকালীন ভাতা দিচ্ছে। স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দিচ্ছে। কৃষকদের ভুর্তকী দিচ্ছে, মোবাইলে টাকা চলে আসছে। এইসব গুলো বিএনপি জামাত সহ্য করতে পারছে না। তাদের আর কোন ইস্যু নেই। এখন বলছে ম্যাডাম খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠাতে হবে। কেনো এদেশে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে তিনি বাড়ি ফিরেছেন।

আজকে শেখ হাসিনা যে উন্নয়ন করেছে। দেশ যখন উন্নয়ন রোল মডেল হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন বিএনপি জামায়াত ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। দলের নেতা কর্মিদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সাধারন মানুষকে বোঝাতে হবে। শেখ হাসিনা যেসব উন্নয়ন করেছে, সেগুলো তুলে ধরতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাস্টার, জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, সাবেক পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের সদস্য আবু মুছা, জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রাহাব উদ্দিন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পিন্টু, জেলা পরিষদের সদস্য ও জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, আওয়ামীলীগ নেতা শাহাদত, ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক আবু মুছা, যুগ্ন আহবায়ক লাল্টু রহমান, খালেক, আসাদুজ্জামান, ডেভিড, দাউদ আলি, লসকরসহ জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় মানসিক রোগে আক্রান্ত এক নারীর আত্নহত্যা

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙ্গায় মানসিক রোগে আক্রান্ত শিউলি খাতুন নামের এক নারী গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছে।

শনিবার দুপুর ১ টার দিকে শিউলির পিতার বাড়ি মোড়ভাঙ্গা গ্রামে এ আত্নহত্যার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শিউলির পিতা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের মোড়ভাঙ্গা গ্রামের ইলুমদ্দিনের মেয়ে শিউলি খাতুন (৩২)। সে দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ মানসিক রোগে ভুগছিলো। তাকে পাবনার মানসিক হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা কার্যক্রম চলছিলো।

শিউলি খাতুন মানসিক রোগী হওয়ায় প্রথম স্বামীর নিকট ডিভোর্সের

পর গত ৩ বছর পূর্বে রোয়াকুলি গ্রামের জহুরুলের সাথে বিবাহ হয়। বিবাহ পর থেকে সে তার পিতার বাড়ি মোড়ভাঙ্গাতে থাকে এবং চিকিৎসা করে।

শনিবার দুপুর ১ টার দিকে মোড়ভাঙ্গায় তার পিতার বাড়িতে নিজ ঘরের ফ্যানে ওড়না পেঁচিয়ে আত্নহত্যা করে।

এ ঘটনায় খবর পেয়ে শনিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) অপারেশন একরাম হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে দাফন সম্পন্ন করে শিউলির পরিবারের লোকজন।

দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির ত্রিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির ত্রিবার্ষিক নির্বাচন সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে আনন্দ উৎসবের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

শনিবার সকাল ৯ থেকে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৩টা পর্যন্ত দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির ত্রিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঘোষিত সকল প্রকার স্বাস্থ্য বিধি মেনে, শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

উক্ত নির্বাচনে ১০টি পদের বিপরীতে ২২ জন প্রার্থী থাকলেও ৪টি পদের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ৬টি পদের বিপরীতে সরাসরি ভোট যুদ্ধে নামেন ১৩ জন প্রার্থী। মোট ভোটার ২১৩ হলেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ২০৪ জন ভোটার।

সভাপতি পদে ২ জনের মধ্যে মোঃ মাকসুদুর রহমান রতন (মোটরসাইকেল) প্রতীক নিয়ে ১১০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ আশরাফুল আলম (ছাতা) প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৯৩

ভোট।

সহ-সভাপতি পদে ২ জনের মধ্যে মোঃ মুনতাজ (ফুটবল) প্রতীক নিয়ে ১৪১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ শাহজাহান (আনারস) প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৬২ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ জনের মধ্যে মোঃ সাদেক আলী পাখি (চশমা) প্রতীক নিয়ে ৮৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ মোস্তাফিজুর (আম) প্রতীক নিয়ে ৭০ ভোট ও শাহিদুল ইসলাম সাইদুল (টিউবওয়েল) প্রতীক নিয়ে ৪৯ ভোট পেয়েছেন।

যুগ্ম-সম্পাদক পদে ২ জনের মধ্যে মোঃ মনিরুল ইসলাম (টেবিল) প্রতীক নিয়ে ১২৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ রবিউল ইসলাম (বৈদ্যুতিক পাখা) প্রতীক নিয়ে ৭৫ ভোট পেয়েছেন।

কোষাধ্যক্ষ পদে ২ জনের মধ্যে মোঃ সাব্বির আহমেদ সবুজ (তালগাছ) প্রতীক নিয়ে ১৫৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম মোঃ সাইফুল ইসলাম সজল (সূর্যমুখী ফুল) প্রতীক নিয়ে ৩৫ পেয়েছেন।

ক্রীড়া সম্পাদক পদে ২ জনের মধ্যে মোঃ আব্দুল হাই (জগ) প্রতীক নিয়ে ১০৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ ইমান মোল্লা (আপেল) প্রতীক নিয়ে ৯১ ভোট পেয়েছেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা নির্বাচিত হয়েছেন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মোঃ আব্দুল খালেক,দপ্তর সম্পাদক পদে মোঃ আজের আলী,প্রচার সম্পাদক পদে মোঃ শহিদুল বগা,নির্বাহী সদস্য পদে মোঃ নাজমুল, মোঃ ইয়ানবী, মোঃ হাফিজুর, মোঃ আতিয়ার রহমান মিলন, মোঃ সাইফুল, মোঃ হাফিজুর রহমান।

দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির নির্বাচনে প্রধান ভোট গ্রহন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার মোঃ হারুন-অর-রশীদ। সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির আহ্বায়ক হাজি আব্দুল হামিদ।

দামুড়হুদার কানাইডাঙ্গাতে শিশুকে জবাই করে হত্যা

চুয়াডাঙ্গার জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামের ইয়ামিন হোসেন নামের ৭ বছর বয়সী এক শিশুকে আমবাগানের ভিতরে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে।

শনিবার বেলা ২টার দিকে উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামের একটি আমবাগানে থেকে তার লাশ উদ্ধার করে স্থানীয়রা। নিহত ইয়ামিন কানাইডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের নাতি ও মুজিববনগর উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর মায়ের সাথে নানার বাড়িতে থাকতো ইয়ামিন।

ঘটনার পর থেকে হত্যাকারী জাহিদ পলাতক রয়েছে। হত্যাকারী জাহিদ হাসান(১৬) কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের ৭ ওয়ার্ড কানাইডাঙ্গা গ্রামের মেম্বার আশাদুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দুপুরে বন্ধুরা মিলে বাড়ির পাশে খেলা করছিলো ইয়ামিন ও তার বড় ভাই ইমন। এসময় আশাদুল ইসলামের ছেলে জাহিদ হাসান ৩০টা দিয়ে মুড়ি কেনার জন্য ইয়ামিনকে দোকানে পাঠায়। মুড়ি কিনার পর অবশিষ্ঠ থাকা ১০টাকা খরচ করে ফেলে ইয়ামিন। পরে জাহিদ বাকী টাকা চাইলে ইয়ামিন দিতে না পারায় তাকে দড়ি দিয়ে গাছের সাথে বেধে মারধর করে। এসময় ইয়ামিনের বড় ভাই ইমন ভয় পেয়ে পালিয়ে এসে ঘটনা বাড়িতে জানালে পরিবারের লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে বাড়ির পাশে আম বাগানে ইয়ামিনের জবাই করা মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে। পরে পুলিশে খবর দিলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ। তিনি জানায় হত্যায় ব্যবহৃত হেসুয়াটি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। শিশু ইয়ামিনের হত্যাকারী জাহিদকে আটক করতে পুলিশ অভিযান চালানো হচ্ছে। হত্যায় ব্যবহৃত রক্তাক্ত হেসোয়াটি এখনো উদ্ধার করা যায়নি। লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন, শিশু ইয়ামিনকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় দাফনের গোসলের সময় নড়ে উঠলো লাশ

আলমডাঙ্গায় ক্লিনিকে নেওয়ার পর রোগীকে মৃত ঘোষণা করলেও বাড়িতে ফিরে দাফনের গোসলের সময় জিবিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

পরিবারের লোকজন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে পূণরায় মৃত ঘোষণা করে। এমন খবর এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামে ঘটেছে।

মৃত নারী মুক্তা খাতুন (১৮) রোয়াকুলি গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী ও একই গ্রামের মহনের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, গত কয়েক বছর পূর্বে রোয়াকুলি গ্রামের মহনের মেয়ে মুক্তার সাথে একই গ্রামের দেলোয়ারের বিবাহ হয়। তাদের দাম্পত্য জিবনে ৬ মাসের একটি শিশু সন্তান রয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎ মুক্তা খাতুন অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকজন দ্রুত আলমডাঙ্গার ফাতেমা ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। এমন খবর জানার পর পরিবারের লোকজন মুক্তা খাতুনের লাশ বাড়িতে নেয়।

দাফনের জন্য গোসল করাতে গেলে নড়েচড়ে ওঠে বলে পরিবারের লোকজন দাবি করে। পরে মুক্তার লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও মৃত ঘোষণা করেন।

এমন ঘটনা এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। রাতে মুক্তা খাতুনের দাফন কাজ সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের ১৪৪২ তম আসর অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের পদধ্বনির-১৪৪২তম আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সাড়ে চারটার সময় শহীদ আলাউল হলে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’ অনুষ্ঠিত হয়।

১৪৪২তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল।স্বরচিত লেখা পাঠ করেন ফয়সাল আহমেদ, মেহজাবিন শাপলা সুমন মালিক,হুমায়ুন কবীর,আনছার আলী,নটরাজ হারুন, আশিকুজ্জামান আসাদ এবং এম এ মামুন।চিরায়ত সাহিত্য থেকে কবিতা পাঠ করেন এ্যাড. বজলুর রহমান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের দপ্তর সম্পাদক সুমন ইকবাল । সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সাবেক অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সি। স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের উপদেষ্টা এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোলাম কবির মুকুল, অধ্যক্ষ শাজাহান আলী, হোসেন ফারুক,বেঙ্গলী,ডাঃ হেদায়েত উল্লাহ,সাইফুল ইসলাম,আব্দুল হালিম।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা কারাগারে হত্যা মামলার নারী আসামীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে হালিমা খাতুন (৬৫) নামের এক হত্যা মামলার হাজতী আসামির মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার দিকে কারারক্ষীরা তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়। এসময় জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এসময় জেলা কারাগারের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মশিউর রহমানও জরুরি বিভাগে উপস্থিত ছিলেন। নিহত হালিমা খাতুন চুয়াডাঙ্গা ফার্মপাড়ার মৃত আবু বক্কর সিদ্দীকের স্ত্রী।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার সূত্রে জানা যায়, তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের এসটিসি-৪৭৪/১৮, জিআর ৪৯/১৬, ৩০২পিসি ধারার আসামি। গত ৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে তাকে প্রেরণ করা হয়। কারাগারেই বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এসমর কর্তব্যরত কারারক্ষীরা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়। এসময় জেলা কারাগারের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মশিউর রহমান জরুরি বিভাগে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের জেল সুপার (অ.দা.) ও সহকারি কমিশনার বিএম তারিক উজ-জামান মৃত্যুর সতত্যা নিশ্চিত করে বলেন, বিষয় আমি শুনেছি। ডেথ সার্টিফিকেট এখনো হাতে পায়নি। তবে কারাগারের মেডিকেল অফিসারের দেওয়া তথ্য মতে তিনি স্ট্রোক করে মারাগেছেন।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা : মোটরসাইকেল ভাংচুর, ২ জন আটক, মহিলাসহ আহত ৬

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহের আড়িয়া গ্রামে নির্বাচন পরবর্তী আনারস সমর্থকের বাড়িতে দুষ্কৃতকারিরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে উভয়পক্ষের মহিলাসহ ৬ জন রক্তাক্ত জখম হয়েছে । এ ঘটনায় গ্রামবাসি মোটরসাইকেল ভাংচুর করেছে ২ জনকে আটকপূর্বক উত্তম-

[redacted]

[redacted]